ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি

15-March-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।

(মু'জামু আওসাত, মিন ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)

যিকির ও দরূদ হার গড়ি ভিরদে যবাঁ রাহে,
মেরী ফুযুল গোয়ী কি আ'দত নিকাল দো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"নেকীয়াঁ বরবাদ হোনে সে বাচাইয়ে"** এর ৮৬ নং পৃষ্ঠায় একটি সুন্দর শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। আসুন! ঐ ঘটনাটি শুনি এবং শিক্ষা ও উপদেশের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই। যেমনিভাবে-

পুরো শহর উজাড় হয়ে গেলো

এক ব্যক্তি শয়তানকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, সে তার আঙ্গুল উঠিয়ে যাচ্ছিলো। সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি তোমার আঙ্গুল উঠিয়ে কেন যাচ্ছো? শয়তান বললো: আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা বড় বড় কাজ করে থাকি, লোকেরা যে পরস্পর ঝগড়া করে এবং ফিতনা ফ্যাসাদ করে, তা এই আঙ্গুলের খেলা। সেই ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে বললো: এটা কিভাবে সম্ভব? শয়তান বললো: সামনে যেই শহর, তা আমার এই আঙ্গুল কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবে এবং লোকেরা নিজেরই ঝগড়া বিবাদ শুরু করবে। শয়তান সেই ব্যক্তির সাথে শহরে প্রবেশ করলো, একটি বাজারে মিষ্টান্ন বিক্রেতা চিনি গুলে এর শিরা বানানোর জন্য

তা একটি বড় পাত্রে গরম করছিলো। শয়তান শিরায় আঙ্গুল চুবিয়ে কিছুটা শিরা বের করে নিলো এবং তা দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে বললো: এবার দেখো এই শহর কিভাবে ধ্বংস হয়, সুতরাং দেওয়ালে লাগা শিরাতে মাছি এসে বসলো, মাছির আধিক্য দেখে একটি টিকিটিকি তা খাওয়ার জন্য সেই দেওয়ালে আসলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার একটি বিড়াল ছিলো, সেই বিড়ালটি টিকিটিকিকে দেখে তার উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, দু'জন সৈন্য সেই বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলো, যাদের সাথে তাদের একটি কুকুরও ছিলো, কুকুরটি বিড়ালকে দেখে সাথে সাথেই তার উপর আক্রমন করলো, বিড়ালটি পালানোর জন্য লাফ দিলে সোজা গিয়ে শিরার পাত্রের মধ্যে পড়ে মরে গেলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতা তার বিড়ালকে মরতে দেখে কুকুরটিকে মেরে ফেলল, এই দৃশ্য দেখে সৈন্যরা মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে হত্যা করে দিলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার আত্মীয়রা যখন জানতে পারলো তখন তারা সৈন্যদের মেরে ফেলল, যখন সৈন্য বাহিনী তাদের দু'জন সৈন্যের মৃত্যুর সংবাদ শুনলো পুরো সৈন্য বাহিনী রাগান্বিত হয়ে এসে পুরো শহরকে তছনছ করে দিলো।

(শয়তান কি হিকায়াত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

মুসলমাঁ মুসলমান কে খুঁ কা পিয়াসা, হুয়া ওয়াক্ত আ'য়া আজব ইয়া ইলাহী!
সভী এক হো জায়েঁ ঈমান ওয়ালে, পায়ে শাহে আ'লী নসব ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ভয়াবহ ঘটনাটি থেকে জানা গেলো, মানুষের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করানো, তাদের মাঝে ঘৃণার প্রাচীর দাঁড় করানো এবং তাদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া শয়তানের পছন্দনীয় কাজ। এই অভিশপ্ত যেকোন ভাবে ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজে দূরে সরে গিয়ে তামাশা দেখে। অতঃপর লড়াই ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি এমন যে, কাল পর্যন্ত যারা একে অপরের প্রতি প্রাণ উৎসর্গ করার দাবী করতো, যারা একে অপরের সম্মানের রক্ষক ছিলো, যাদের বন্ধুত্ব এবং একতার উদাহরণ দেয়া হতো, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে একটি শব্দ শুনাও পছন্দ করতো না, যারা একে অপরকে ছাড়া আহারও করতো না, যারা খারাপ সময়ে একে অপরের সাহায্যকারী ছিলো, যারা একে অপরকে নেকীর কাজের

উৎসাহ প্রদানকারী ছিলো, লড়াই ঝগড়ার ন্যায় অশুভ শয়তানী কাজের অমঙ্গলের কারণে তাদের মাঝে ঘৃণার এমন শক্তিশালী প্রাচীর দাঁড় হয়ে যায় যে, একে অপরকে দেখাও পছন্দ করে না। এভাবে বুঝে নিন, যেভাবে আগুন ঘর, ফ্যাক্টরী, কোম্পানী, গুদাম, জঙ্গল, গ্রাম এবং বিভিন্ন জিনিষকে ঘন্টা বরং নিমিষেই জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়, অনুরূপভাবে সুন্দর পরিপাটি দেশ, শহর, পরিবার, সম্প্রদায়, ঘর, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের শান্তি তছনছ করতে ও মনের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করতে লড়াই ঝগড়ার ধ্বংসলীলাই অধিক ভুমিকা রাখে। শয়তানের বিপদজনক আক্রমন থেকে সতর্ক করতে ১৫তম পারার সূরা বনি ইসরাঈলের ৫৩ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অনুরূপভাবে ৭ম পারার সূরা মায়েদার ৯১ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমাকে সামনে রেখে যদি নিজের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে আমাদের অন্তর এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, আজ শয়তান তার এই আক্রমনে সফল হতে দেখা যাচ্ছে, যেমন কোথাও জাত বংশ নিয়ে ঝগড়া চলছে, কোথাও পক্ষপাতিত্বের কারণে লাঠির আঘাত চলছে, কোথাও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদেরকে গালাগালি চলছে, কোথাও শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে বিরোধীতা চলছে, কোথাও স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বেধেঁ যাচ্ছে, কোথাও শাশুড়ী বউয়ের মাঝে কথা কাটাকাটি চলছে, কোথাও দোকানদার ব্যবসায়িক অংশীদারী নিয়ে পরস্পরের মাঝে ধাক্কাধাক্কি চলছে, কোথাও বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের মাঝে হাতাহাতি চলছে, কোথাও কন্ট্রাক্টর ও আরোহীদের মাঝে ঝগড়া চলছে, কোথাও

ডাক্তার ও রোগীর মাঝে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, কোথাও ঠিকাদার ও শ্রমিকের মাঝে বাক-বিতন্ডা চলছে, কোথাও প্রতিবেশীরা একে অপরের রক্ত পিপাসু হচ্ছে, কোথাও আত্মীয় স্বজনদের মাঝে গৃহযুদ্ধের আবহ চলছে, কোথাও ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি পচ্ছে, কোথাও মসজিদ কমিঠি এবং নামাযীরা পরস্পর হিংসা বিদ্ধেষে লিপ্ত হচ্ছে, অনেক দিনের বন্ধুত্বে ফাঁটল ধরছে, কোথাও পুরো ঘরই যুদ্ধের ময়দানে পরিনত হচ্ছে। যদি আমরা কোরআনী বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতাম, যদি আমরা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি আমলকারী হতাম, যদি আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নসীহতের মাদানী ফুল কুঁড়াতাম, যদি আমরা ওলামায়ে হকদের আঁচলে সম্পৃক্ত হতাম, যদি আমরা ঝগড়া বিবাদের ধ্বংসলীলার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতাম, তবে আজ আমাদের সমাজও শান্তি ও নিরাপত্তার নীড় হয়ে যেতো।

দরসে কোরআঁ আগর হাম নে না ভুলায়া হোতা, ইয়ে যমানা না যামানে নে দেখায়া হোতা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লড়াই ঝগড়ার ধ্বংসলীলা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষনীয় মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

লড়াই ঝগড়ার নিন্দা সম্পর্কীত প্রিয় নবী ﷺ এর চারটি বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি সেই, যে অনেক বেশি ঝগড়াটে। **(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম,২/১৯৩, হাদীস নং-২৪৫৭)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি অহেতুক ঝগড়া করে, সে সর্বদা **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টিতেই থাকে, এমনকি তাকে ছেড়ে দেয়।

(মওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত ওয়া আদাবিল লিসান, ৭/১১১, হাদীস নং-১৫৩)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: কোন সম্প্রদায় ঝগড়া করার বদঅভ্যাস ছাড়া (অন্য কোন কারণে), হেদায়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর পথভ্রষ্ট হয়নি। **(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, ৫/১৭০, হাদীস নং-৩২৬৪)**

৪. ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা ঈমানের হাকীকতে ততক্ষণ পরিপূর্ণতা পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকবে না। **(মওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত, ৭/১০১, হাদীস নং-১৩৯)**

কোয়ী ধুতকারে ইয়া ঝাড়ে বলকে মারে সবর কর,
মত ঝগড়, মত বড়বড়া, পা আজর রব সে সবর কর।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো, ঝগড়াটে ব্যক্তিকে **আল্লাহ তায়ালা** পছন্দ করেন না, ঝগড়াটে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়, ঝগড়া পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ঝগড়াটে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানে কামিল হতে পারবে না, যতক্ষণ সে ঝগড়া ছাড়বে না। লড়াই ঝগড়া এতোই খারাপ বিষয় যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর ধ্বংসলীলা বর্ণনা করেছেন। আসুন! শিক্ষার্জনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের ৯টি বাণী শুনি এবং শিক্ষার্জন করি।

ঝগড়ার ধ্বংসলীলা

১. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঝগড়া যদিও সত্যের জন্য হয়, তবুও তা অসংখ্য নাজায়িয কাজে লিপ্ত করে দেয়। **(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৬৭৪)** (ঝগড়ার) ছোট আপদ হলো, ঝগড়াটে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় থাকলেও তার মন ঝগড়ায় মগ্ন থাকে। **(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৭০২)**

২. হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যে নিজের দ্বীনকে ঝগড়ার জন্য নিশানা বানায়, সে সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে।

৩. হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকো, কেননা তা আলিমের মূর্খতার সময় এবং এই সময় শয়তান এর বাক-চাতুরীর অপেক্ষায় থাকে।

৪. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঝগড়ার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এটাও বলেন যে, ঝগড়া অন্তরকে পাষাণ করে দেয় এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

৫. হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর সন্তানকে বললেন: আলিমদের সাথে ঝগড়া করোনা, নয়তো তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

৬. হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন সাআদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বিতর্ককারী, ঝগড়াটে এবং নিজের মতামতাকে পছন্দকারী হিসেবে পাবে, তবে মনে করো যে, সে পরিপূর্ণভাবে ক্ষতিতেই রয়েছে।

৭. হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি আমি নিজের ভাইয়ের সাথে আনার নিয়ে ঝগড়া করি, সে বলে যে, মিষ্ট এবং আমি বলি টক, তখন অবশ্যই আমাকে বাদশাহের নিকট নিয়ে যাবে। তিনি এটাও বলেন যে, যার সাথে ইচ্ছা দৃঢ় বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করো, অতঃপর ঝগড়ার মাধ্যমে একবার তাকে রাগান্বিত করো, তবে সে তোমাকে এমনই বিপদে ফেলে দিবে, যে তোমাকে অর্থনৈতিকভাবেও বঞ্চিত করে দেবে।

৮. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু ইয়ালা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার সাথীর সাথে ঝগড়া করি না, কেননা হয়তো আমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো অথবা রাগান্বিত করবো।

৯. হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: তোমাদের গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তোমরা সর্বদা ঝগড়া করতে থাকো।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! ঝগড়া করা কিরূপ ধ্বংসাত্মক রোগ! সুতরাং কল্যাণ এতেই নিহিত যে, মানুষের ঝগড়া বিবাদের ক্ষতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকা। যদি কেউ অযথা আমাদের সাথে ঝগড়াও করে তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের রাগকে সংবরন করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া থেকে দূরে থাকা। **মনে রাখবেন!** যে সৌভাগ্যবান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া করে না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার তরী পার হয়ে যাবে।

জান্নাতি ঘর

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া করে না, আমি তার জন্য জান্নাতের (ভেতরের) কিনারায় একটি ঘরের জামিনদার। **(আবু দাউদ, ৪/৩৩২, হাদীস নং- ৪৮০০)**

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করেন:

হার ওয়াক্ত জাহাঁ সে কেহ উনহেঁ দেখ সাকোঁ মে
জান্নাত মে মুঝে এ্যয়সি জাগা পেয়ারে খোদা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাককে সামনে রেখে আমরা যদি বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জীবনি অধ্যয়ন করি, তবে এই সত্যটি দিনের আলোর ন্যায় আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাবে যে, এই ব্যক্তিত্বরা এই হাদীস শরীফের উপর পরিপূর্ণভাবে আমলকারী এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে সর্বদা দূরত্ব রক্ষাকারী ছিলেন, কেননা এই ব্যক্তিত্বরা শুধুমাত্র নামে আশিকে রাসুল ছিলেন না, বরং ইশকে রাসূল তাঁদের রন্দ্রে রন্দ্রে বিরাজমান ছিলো এবং যদি কেউ বিনা কারণে তাঁদের সাথে ঝগড়াও করতো, তবে এই **আল্লাহ** ওয়ালারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তার সাথে ঝগড়া করতেন না বরং ব্যাপারটি বিঘ্নহীনভাবে সমাধান করতেন। তাঁদের এই সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরাও ঝগড়া ছেড়ে সমজোতায় চলে আসতো। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

আমি তোমার সাথে ঝগড়া করবো না!

"ইহইয়াউল উলুম" ৩য় খন্ডের ৩৬২ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সালিম বিন কুতাইবা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত বশির বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবু বকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: আপনি এখানে কেন বসে আছেন? আমি আরয করলাম: একটি ঝগড়ার কারণে, যা আমার এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের মাঝে হচ্ছিলো। তিনি বললেন: আমার প্রতি আপনার পিতার কিছু করুণা রয়েছে এবং আমি চাই যে, তার বদলা দিয়ে দিই। (অতঃপর বললেন:) আমি ঝগড়ার চেয়ে বেশি কোন বিষয়কে দ্বীনকে ধ্বংসকারী, মনুষত্বকে নিশ্চিহ্নকারী, আনন্দকে নিঃশেষকারী এবং মনকে ব্যস্তকারী আর দেখিনি। একথা শুনে আমি যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম তখন আমার চাচাত ভাই বললো: কি হলো? আমি বললাম: আমি তোমার সাথে ঝগড়া করবো না। সে বললো: তবে তুমি জেনে গেছো যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? আমি বললাম: না। কিন্তু আমি নিজেকে এর থেকে বাঁচাতে চাই। সে বললো: আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না, (অতঃপর

যে জিনিষ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া চলছিলো তা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলো) এটা তোমার। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৬২)

নেহী সরকার! জাতি দুশমনি মেরী কিসি সে ভি,
মেরী হে নফস ও শয়তাঁ সে লড়াই ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বুদ্ধিবান ব্যক্তি এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, ঝগড়া বিবাদে কোন কল্যাণ নেই বরং ক্ষতিই ক্ষতি, ঝগড়া বিবাদের ক্ষতি শুধু ঝগড়াকারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর ধ্বংসলীলায় তার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপর বিরুপ প্রভাব পরে। বর্তমান যুগে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া এক একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি

কখনো স্বামীর স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ, তো কখনো স্ত্রী স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট। প্রতিদিনকার ঝগড়ার কারণে শুধু তাদের নিজেদের জীবন বিভিষিকাময় হয়ে যায় না বরং এর বিরুপ প্রভাব তাদের সন্তানদের উপর পতিত হয়, সন্তানের অন্তরে না পিতার আদব থাকে না মায়ের সম্মান। এই অনৈক্যের বড় একটি কারণ এটাও যে, নারী পুরুষ একে অপরের অধিকারে ছাড় দিতে পারে না এবং ছোট ছোট ভূলকে (Mistakes) নিজের স্বভাবগত একগুঁয়েমি বানিয়ে নেয়। পুরুষ চায় যে, নারীরা চাকরানির মতোই থাকবে এবং নারীরা চায় যে, পুরুষরা আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে, আমাদের ইশারায় চলবে। একটু ভাবুন তো! যখন স্বামী স্ত্রীর মাঝে এরূপ মন্দ খেয়াল আসবে তখন জীবন কিভাবে অতিবাহিত হতে পারে? স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার কারণে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নড়বড়ে হয়ে যায়, তাদের মানসিক সক্ষমতায় মরিচা ধরে যায়, এরূপ পিতা মাতার উপদেশ সন্তানদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, পিতামাতাকে ঝগড়া করতে দেখে তারাও মারামারি করা শিখে যায়, তাদের ধ্যান শিক্ষার প্রতি কম আর ঝগড়ার প্রতি বেশি হয়ে যায়, মোটকথা প্রতিদিনকার ঝগড়ার কারণে পুরো ঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় এবং অবশেষে এই ঝগড়ার ফলে তাদের সম্পর্ক তালাকের দারপ্রান্তে এসে উপনিত হয়। স্বামী স্ত্রীর দূরত্ব শয়তানকে কিরূপ আনন্দিত করে তার অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন।

শয়তানের আসন

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শয়তান তার আসন পানির উপর বসায়, অতঃপর আপন বাহিনী প্রেরণ করে, সেই বাহিনীর মধ্যে ইবলিশের সবচেয়ে নৈকট্যময় মর্যাদা তারই হয়, যে সবচেয়ে বেশি ফিতনাবাজ। তাদের মধ্যে একজন এসে বলে: আমি এরূপ এরূপ কাজ করেছি, তখন শয়তান বলে: তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আরেকজন এসে বলে: আমি অমুককে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িনি, যতক্ষণ তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি। একথা শুনে ইবলিশ তাকে নিজের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং বলে: তুমি খুবই ভাল কাজ করেছো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'মাশ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমার মনে হয়েছিলো যেনো ইরশাদ করেছেন: তাকে জাড়িয়ে ধরে।

(মুসলিম, কিতাবুস সিফতুল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি আন নার, ১১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭১০৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, স্বামী স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির কাজ শয়তানকে অনেক আনন্দিত করে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের অবস্থার প্রতি করুণা করুন এবং আমাদেরকে ঝগড়া বিবাদ করা, করানো থেকে নিরাপদ রাখুন। স্বামী স্ত্রী, শাশুড়ী বউ ইত্যাদির মাঝে সংগঠিত সমস্যাবলীকে উত্তম রূপে সমাধান করার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর **"অনৈক্যের চিকিৎসা" "ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়সে বনে?" "সাস বউ মে সুলহ কা রায"** এই রিসালা তিনটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন, ঘরকে শান্তি নীড় বানাতে সহজ হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নেয়ামত রাজি থেকে বঞ্চিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঝগড়ার ক্ষতির মধ্যে একটি ক্ষতি হলো, এর বিরূপ প্রভাব অসংখ্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন; ঝগড়া বিবাদের সময় কারো মাথা ফেটে যায়, কারো চোখ নষ্ট হয়ে যায়, কারো হাতের বাহু কেটে যায়, কারো পায়ে আঘাত লাগে, কারো দাঁত ভেঙ্গে পড়ে, কারো আত্মীয় বা বন্ধু মৃত্যুর মুখে পতিত হয়, কেউবা নিজেই নিজের হিংস্র গ্রাসে পরিনত হয়ে মৃত্যুর শিকার হয়।

মনে রাখবেন! ঝগড়া বিবাদের যেরূপ অনেক দুনিয়াবী ক্ষতি রয়েছে সেরূপ দ্বীনি ক্ষেত্রেও তা অসংখ্য বিষয়ে বঞ্চিত করার কারণ, যেমন; শবে কদর সেই মহান রাত, যার গুরুত্ব মুসলমানদের শিশু ও বৃদ্ধ সবাই জানে, এই রাতে কোরআনে করীম অবতীর্ণ হয়েছে, এই রাত হাজারো মাসের চেয়ে উত্তম, এই রাতের ফযীলত সম্পর্কে কোরআনে করীমের ত্রিশ পারায় একটি সুরাও বিদ্যমান, কিন্তু এই বরকতময় রাতের নির্দিষ্ট তারিখ দু'জন মুসলমানের ঝগড়ার কারণে গোপন রাখা হয়েছে। যেমনটি-

শবে কদরকে গোপন রাখার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে জানাতে তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন দু'জন মুসলমান পুরুষ ঝগড়া শুরু করলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে জানাতে এসেছি কিন্তু অমুক ও অমুক ঝগড়া শুরু করে দেয়, তখন শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ উঠিয়ে নেয়া হলো, সম্ভবত এটা উঠিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য মঙ্গলময়, এখন একে (রমযানুল মোবারকের) শেষ নবম, সপ্তম, পঞ্চম রাতে অন্বেষণ করো।

(বুখারী, কিতাবু ফয়লে লাইলাতুল কদর, ১/৬৬২, হাদীস নং-২০২৩)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এই ঝগড়ারতদের ঝগড়া অকারণে ছিলো এবং সীমাতিরিক্তও ছিলো, যার কারণে এই প্রভাব পড়েছে। জানা গেলো, দুনিয়াবী ঝগড়া হচ্ছে অমঙ্গলময়, এর ভয়াবহতা অনেক বেশি, এর কারণে **আল্লাহ তায়ালার** অগ্রগামী করুণা থমকে যায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/২১০)**

আসুন! আমরা সবাই নিয়্যত করি যে, ঝগড়া বিবাদ করবো না, ঝগড়ারত মুসলমানদের মাঝে সমজোতা করানোর সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টা করবো, যদি কেউ আমাদের রাগান্বিত করে তখন ধৈর্যধারণ করবো, ঝগড়া বিবাদের আগুন প্রসারিতকারী কাজ, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী, অযথা জিদ করা, কৃপণতা, সম্মানহানি, চিৎকার চেচামেচি, গোঁড়ামী এবং অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকবো, যদি কেউ আমাদেরকে ঝগড়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তবুও নিজেকে ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে রেখে শয়তানকে বিফল করে দিবো এবং

এই মাদানী মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

তুম কো কুছ মা'লুম হে ইয়ারো! মুঝে, দা'ওয়াতে ইসলামী সে কিউঁ পেয়ার হে।
হে করম ইস পর খোদায়ে পাক কা, দা'ওয়াতে ইসলামী সে কিউঁ পেয়ার হে।
ইস পে হে নযরে করম ছরকার কি, দা'ওয়াতে ইসলামী সে কিউঁ পেয়ার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চোগলখোরি করাও ঝগড়ার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! ঝগড়া নিজে নিজে হয়ে যায় না, বরং এর কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকে, যখন সেই কারণটি পাওয়া যায় তখন ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। ঝগড়া বিবাদের একটি কারণ হচ্ছে চোগলখোরি। **মনে রাখবেন!** কারো কথা অন্যের কাছে ফ্যাসাদ ছড়ানোর জন্য বর্ণনা করাই হচ্ছে চোগলখোরি। (ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ওয়, ২/৫৯৪, ২১৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বন্ধুদের আড্ডা হোক বা ধর্মীয় ইজতিমার পরের বৈঠক, বিয়ের অনুষ্ঠান হোক বা শোকের, কারো সাথে সাক্ষাৎ হোক বা ফোনে কথোপকথন, কয়েক মিনিটও যদি কারো সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় এবং দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি পরায়ন ব্যক্তি সেই কথোপকথনকে বিশ্লেষন করে তবে সম্ভবত অধিকাংশ বৈঠকে অন্যান্য গুনাহে ভরা বাক্যের পাশাপাশি কয়েক ডজন চুগলীও বের দেবে। আসুন! এবার চোগলখোরির ধ্বংসযজ্ঞতা সম্বলিত একটি শিক্ষনিয় ঘটনা শুনি এবং চোগলখোরি থেকে বাঁচার নিয়্যত করে নিই।

চোগলখোরির কারণে পরিবার ধ্বংস

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনার রিসালা **"গুনাহোঁ কি নহুসত"** এর ৭১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক ব্যক্তি কারো নিকট একটি গোলাম বিক্রি করলো এবং ক্রেতাকে বলে দিলো যে, এই গোলামের কোন দোষ নাই, তবে চোগলখোরি করার অভ্যাস আছে। ক্রেতা সেই দোষটিকে নগন্য মনে করে তাকে কিনে নিলো, সেই গোলাম তার খেদমতে থাকতে লাগলো। একদিন

গোলামটি তার মুনিবের স্ত্রীর নিকট গেলো এবং বললো: হে বেগম সাহেবা! আমার আফসোস হয় যে, আপনার স্বামীর আপনার প্রতি কোন ভালবাসাই নাই। এখন তার ইচ্ছা হচ্ছে যে, কোন বাঁদি কিনে তার সাথে ফূর্তি করবে এবং আপনাকে একেবারেই ছেড়ে দেবে, যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি আপনাকে এমন একটি উপায় বলে দিবো যাতে তার মন আপনার দিকে ফিরে আসে এবং আপনাকে ভালবাসতে থাকে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো: কি উপায়? গোলাম বললো: আজকে রাতে যখন আপনার স্বামী ঘুমিয়ে পড়বে তখন খুর দিয়ে তার গলার দিক থেকে কিছু দাড়ি মুন্ডিয়ে নিবেন আর সেই দাড়িগুলো আপনার নিকট রাখবেন অতঃপর আমি উপায়টি বলে দিবো। এরপর গোলামটি তার মুনিবের নিকট গেলো এবং বলতে লাগলো: হুযুর! আজ আমি বেগম সাহেবাকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেখেছি এবং সে আপনাকে হত্যা করে দেয়ার চিন্তায় রয়েছে। যদি আপনি আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে চান তবে আজ রাতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকবেন এবং ঘুমের ভান করবেন। গোলামের কথায় তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। রাতে সে এমনই করলো। স্ত্রী মনে করলো যে, ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে খুর নিয়ে দাড়ি মুন্ডানোর জন্য অগ্রসর হলো, স্বামীর সন্দেহ দৃঢ় হলো যে, আসলেই তো এই মহিলা তাকে হত্যা করতে চায়, দ্রুত উঠে দাঁড়ালো এবং সেই খুর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করলো। স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনরা যখন জানতে পারলো তখন এসে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করলো। অতঃপর উভয় পরিবারের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে গেলো এবং প্রায় একশত লোক মারা গেলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৯৫)**

হাসদ, ওয়াদা খেলাফী, ঝুট, চুগলী, গীবত ও তুহমত
মুঝে ইন সব গুনাহো সে হো নফরত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, চোগলখোরি খুবই নিকৃষ্ট একটি রোগ, চোগলখোরির অভ্যাস পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে দেয়, চোগলখোরির কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, চোগলখোরির কারণে পরস্পরের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে শুরু করে, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমরা শুনলাম,

এক ব্যক্তি চোগলখোরিকে নগন্য মনে করাতে এরই ভয়াবহতায় তার ঘরকেই বিরান করে দিলো, চোগলখোরির আপদের কারণে হাসিখুশি জীবন অতিবাহিতকারীর মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেলো, চোগলখোরির কারণে সে এবং তার স্ত্রী মৃত্যু কোলে ঢলে পড়লো এবং অবশেষে উভয় পরিবারের মাঝে হত্যাযজ্ঞের এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** বাঁচিয়ে রাখুন। সুতরাং নিজেও চোগলখোরি করা থেকে বিরত থাকুন এবং অপরকেও বিরত থাকার উৎসাহ প্রদান করুন, যদিওবা কোন ব্যক্তি আমার সম্পর্কে বা কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন অনুচিৎ বা নেতিবাচক (Negative) কথা বলে তবে চোখ বন্ধ করে তার কথায় বিশ্বাস করার পরিবর্তে সেই বিষয়ে ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করুন, যেনো পরে কোন প্রকার লজ্জিত বা ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়। অনেক সময় আমরা কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে বিনা বিচারে তার কথায় অন্ধ বিশ্বাস করে নিই, কিন্তু যখন এর ক্ষতির সম্মুখীন হই, তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে লড়াই ঝগড়া, চোগলখোরি এবং সকল গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১২টি মাদানী কাজের একটি “মাদানী দরস”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লড়াই ঝগড়া এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সকল বিষয়াবলীর পিছু ছাড়াতে, চোগলখোরির আপদ থেকে মুক্তি পেতে এবং মুসলমানদের মাঝে সমজোতার মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উপর কোন না কোন সাংগঠনিক যিম্মাদারী থাকা চাই, এই যিম্মাদারীর বরকতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের সৌভাগ্য নসীব হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে অসংখ্য নেকী অর্জন করার সুযোগ হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা ও শেখানোর সুযোগ নসীব হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জিত হতে থাকবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে উত্তম সহচর্য নসীব হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে ঘৃণার প্রাচীর ধ্বংস হয়ে

ভালবাসার পরিবেশ স্থাপিত হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে মসজিদ ভরো এবং মসজিদ বানাও সংগঠনে আমাদের অংশ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে নিজে সুন্নাতের উপর আমল করার পাশাপাশি অপরের নিকটও পৌঁছানোর সুযোগ অর্জিত হবে, সুতরাং আমাদেরকে আমাদের সাংগঠনিক যিম্মাদারী অনুযায়ী মাদানী কাজে লেগে থাকা উচিৎ, ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে যেই মাদানী কাজ করার প্রতি আমরা আগ্রহান্বিত, নিজ যিম্মাদারের সাথে যোগাযোগ করে সেই মাদানী কাজের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো শুরু করে দিন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। **মাদানী দরস** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে **"ফয়যানে সুন্নাত"** প্রথম খন্ড এবং **"ফয়যানে সুন্নাত"** ২য় খন্ডের এই অধ্যায় দু'টি (১) **"গীবত কে তাবাকারীয়া"** এবং (২) **"নেকীর দা'ওয়াত"** থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় **"মাদানী দরস"** বলা হয়।

✤ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে বারবার মসজিদে উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **মাদানী দরস** বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✤ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব ও রিসালার পরিচিতিও প্রসার হবে।

আত্তারের দোয়াঃ ইয়া **রাব্বে মুহাম্মদ** عَزَّوَجَلَّ! যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন প্রতিদিন দু'টি দরস দেবে বা শুনবে তাদেরকে এবং আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশে একত্রে রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জু দেয় রোজ দু দরসে ফয়যানে সুন্নাত,
মে দেয় তা হোঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বর্ণিত আছে, **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন: কল্যাণের কথা নিজেও শিখুন এবং অপরকেও শেখান, আমি কল্যাণে বিষয় শিক্ষা গ্রহণকারী এবং শিক্ষা প্রদানকারীর কবরকে আলোকিত করবো, যেন তাদের কোনরূপ ভয় অনুভূত না হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৫, হাদীস নং-৭৬২২)

খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের স্বভাবে খারাপ সহচর্যের কারণে এমন উৎশৃংখলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন অনুভূতি ছিলো না, না ছিলো বড়দের আদব ও সম্মানের কোন খেয়াল, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করা তার স্বভাবে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তার খারাপ স্বভাবের কারণে পরিবারের সকলেই অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের দরসে"** অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এরপর সে দরসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলো, এভাবে **"মাদানী দরস"** এর বরকতে সে পূর্ববর্তী জীবনের গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং খারাপ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়িয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

আগর সুন্নাতেঁ শিখনে কা হে জযবা তুম আ'যাও দেয়গা শিখা মাদানী মাহোল
তানাজ্জুল কে গেহরে গড়ে মে থে উন কি তরক্কী কা বায়িচ বনা মাদানী মাহোল
নবী কি মুহাব্বত মে রোনে কা আন্দাজ চলে আ'ও শিখলায়ে গা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

অবৈধভাবে জমি দখল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঝগড়া বিবাদের একটি কারণ এটাও যে, জমি জমা অবৈধভাবে দখল করা। নিজের জমানো পুজিঁ খরচ করে নিজস্ব বাড়ির স্বপ্নদৃষ্টা কোন ব্যক্তি যখন জমি কিনতে সফল হয়, তখন তাকে এই চিন্তা অস্থির করে রাখে যে, দখলবাজদের থেকে নিজের জমিকে নিরাপদ কিভাবে রাখা যায়? সতর্কতা স্বরূপ কাগজাদী বানানোর পরও যদি সেই জমি বেদখল হয়ে যায়, তবে খোদাভীতি থেকে বঞ্চিত দখলবাজরা তাকে স্বাগত জানাতেও ভয় করে না বরং তারই জমি তাকে ফিরিয়ে দিতে মোটা অংকের টাকা দাবী করে, যদি সেই মজলুম ব্যক্তি দখল ছাড়ানোর জন্য আদালতের (Court) দরজায় যায়, তবে এমন সময় অতিবাহিত করা হয় এবং ধাক্কা খাওয়ানো হয় যে, জমির আসল মালিক জমিনে গিয়ে শুয়ে পড়ে কিন্তু তাকে জমি ফিরিয়ে দেয়া হয় না। জমি দখলকারীদের সুধরে যাওয়া উচিৎ, কেননা আজ যে জমি অবৈধ দখল করে তারা আনন্দিত হচ্ছে এবং মজলুমের বদদোয়া নিচ্ছে, কাল মৃত্যুর পর এই জমিই গলায় শিখল হয়ে অপদস্ততার কারণ হবে। অনেক সময় দুনিয়ায় দখলবাজদের পরিনতি হত্যাযজ্ঞ এবং বন্দিত্বের আকৃতিতে অপরের জন্য শিক্ষনীয় হয়। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

অবৈধভাবে জমি দখল করার চেষ্টাকারীনি অন্ধ হয়ে গেলো

আওযা নামক এক মহিলা হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে বাড়ির কিছু অংশ নিয়ে ঝগড়া করলো। তিনি বললেন: এই জমি তাকে দিয়ে দাও, আমি **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَیْرِ حَقِّہٖ طُوِّقَہٗ فِیْ سَبْعِ اَرَضِیْنَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক বিগত পরিমান জমিও অন্যায়ভাবে নিলো, কিয়ামতের দিন তাকে গলায় সাতটি জমিনের শিকল পরিয়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তুমি তাকে অন্ধ করে দাও এবং তার কবর তারই ঘরে বানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখেছি যে, সেই মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, দেওয়াল ধরে ধরে চলাফেরা করতো এবং বলতো: আমার সা'আদ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর

বদদোয়া লেগেছে, অবশেষে একদিন ঘরে চলতে চলতে কূঁপে পড়ে মরে গেলো এবং সেখানেই কবর হয়ে গেলো। (মুসলিম, কিতাবুল মাফাসিদ, বাবু তাহরীমিল যুলম, ৬৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১৩২)

দুনিয়া মে হার আ'ফত সে বাঁচানা মওলা! ওকবা মে না কুছ রাঞ্জ দেখানা মওলা!
বেয়টোঁ জু দরে পাকে পায়গম্বর কে হুযুর, ঈমান পর উস ওয়াক্ত উঠানা মওলা!
(হাদায়িকে বখশীশ, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অত্যাচার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঝগড়া বিবাদের আরো একটি কারণ হলো অত্যাচার, যেমনটি **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** রয়েছে: অত্যাচার এমন একটি নিকৃষ্টতম কাজ, যার কারণে মানুষ তার আসল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিপীড়ন ও মর্মপীড়ায় জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়ে যায় এবং এটি এমন একটি আমল, যা থেকে ঝগড়া ও বিবাদ জন্ম নেয়, মানুষ বাকবিতন্ডা ও অবাধ্যতা করতে শুরু করে আর আইন কানুন মানতে অস্বীকৃতি জানায়, যার ফলে মানুষের অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয় এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে যায়, দ্বীনে ইসলাম যেহেতু মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় রক্ষক এবং সমাজের শান্তিকে অব্যাহত রাখাতে সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে, তাই দ্বীনে ইসলাম মানুষের অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করা এবং সামাজিক শান্তিকে বিপন্নকারী কাজ থেকে বিরত রাখে এবং এসমস্ত কাজে অত্যাচারের ভূমিকা অন্যান্য কাজগুলোর বিপরীতে অনেক বেশি, তাই ইসলাম অত্যাচারকে নিঃশেষ করার জন্যও খুবই উত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেনো মানুষের অধিকার রক্ষিত থাকে এবং তারা শান্তি ও নিরাপদে জীবন অতিবাহিত করতে পারে, এর মধ্যে একটি পদক্ষেপ হলো মানুষদেরকে এই আদেশ দেয়া যে, তারা যেনো অত্যাচারীকে বিরত রাখে এবং আরেকটি পদক্ষেপ হলো অত্যাচারীদেরকে শাস্তির ব্যাপারে শুনানো, যেনো তারা নিজেরই অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে।

আসুন! অত্যাচারের নিন্দা সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: "নিজেদের ভাইকে সাহায্য করো, হোক সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত।" কেউ আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি সে

অত্যাচারিত হয় তবে সাহায্য করবো কিন্তু অত্যাচারী হলে কিভাবে সাহায্য করবো? ইরশাদ হলো: "তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখো, এটিই হচ্ছে (তাকে) সাহায্য করা।" (বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ, ৪/৩৮৯, হাদীস নং-৬৯৫২)

২. ইরশাদ হচ্ছে: "মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো! তারা **আল্লাহ তায়ালা** থেকে তাদের হক প্রার্থনা করে এবং **আল্লাহ তায়ালা** কোন হকদারের হক প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন না।" (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৭৪৬৪)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সম্ভ্রম বা অন্য কোন কিছুর প্রতি অত্যাচার করলো, তবে সে যেনো আজই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, এর পূর্বে যে, (সেই দিন এসে যাবে, যেদিন) তার নিকট না দুনিয়া থাকবে, না দিরহাম, (সেই দিন) যদি তার নিকট নেক আমল থাকে তবে অত্যাচার অনুযায়ী তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং যদি তার নিকট নেকী না থাকে তবে এই অত্যাচারিতের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।"

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গযব, ২/২৩৫, হাদীস নং-৫১২৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, সমাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করার পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা **"অত্যাচার"** কে নিঃশেষ করতে ইসলামের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি এবং এর প্রচেষ্টা অন্যান্যের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর, কেননা যখন মানুষ অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে বাঁধা দেবে তখন সে অত্যাচার করতে পারবে না এবং অত্যাচারীরা যখন এতোসব ভয়াবহ শাস্তির কথা শুনবে তখন তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে এবং এই ভয়ই অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকাতে তাদের সাহায্য করবে, আর এভাবেই সমাজ থেকে অত্যাচারের মূলৎপাটন হবে এবং সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তার সুন্দর বাগানে পরিনত হবে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের বিধানাবলী এবং শিক্ষাকে সঠিক পদ্ধতিতে বুঝার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন। (সীরাতুল জিনান, ৯/৪১৭, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অকারণে যদি ঝগড়া করা হয় তবে নিশ্চয় তা মন্দ কাজ, কিন্তু যদি এর কোন সঠিক এবং জায়িয কারণ থাকে, যা শরীয়তে অনুমতিও দেয়, যেমন; যদি জনসম্মুখে মদ পান করে বা বিক্রি করে অথবা অপকর্ম করে, মুসলমানের উপর অত্যাচার করে, অপকর্মের আড্ডা পরিচালনা করে,

তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কখনোই ঝগড়ার অন্তর্ভূক্ত হবে না, বরং এটা তো ফিতনার দরজা বন্ধ করাই। অনুরূপভাবে যখন আমরা কোন গাড়িতে আরোহন করি তখন অনেক সময় সেখানে **আল্লাহ**র পানাহ কুফরী এবং অশ্লিল গান চলে, যার কারণে গাড়িতে বসা অনেক আশিকানে রাসূল বিশেষকরে ইসলামী বোনেরা খুবই অস্বস্তিতে পড়ে যায়, সুতরাং যদি গাড়িতে আরোহী মুসলমানরা ড্রাইভারকে গান বন্ধ করার জন্য বলে, তবে এটাও ঝগড়ার অন্তর্ভূক্ত হবে না। অনুরূপভাবে অনেক অপদার্থ মাহফিল ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ইকো সাউন্ড সিস্টেমের আওয়াজ অনেক বাড়িয়ে দেয়, যার কারণে মহল্লাবাসীরা বিশেষকরে রোগী, সকাল সকাল ডিউটিতে গমনকারী এবং দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদের আরাম ও শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, গীবত ইত্যাদিও শুরু হয়ে যায়। যদি মহল্লাবাসি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আওয়াজ কমানোর জন্য বললো, তবে তা ঝগড়া করা হবে না বরং এটা তো ফিতনার দরজা বন্ধ করাই বলা হবে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে মুসলমানদের কষ্ট দেয়া এবং সকল মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“ভালবাসা বৃদ্ধিকরণ” মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লড়াই ঝগড়া করা এতোই ধ্বংসাত্মক যে, এতে লিপ্ত হয়ে মানুষ দুনিয়াতেই শিক্ষার উপলক্ষ্য হয়ে যায়। উৎসর্গিত হয়ে যান! **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রতি, যা এই স্পর্শকাতর যুগেও মুসলমানদের ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত রাখতে এবং তাদের একজোট রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। যার একটি স্পষ্ট ঝলক হলো **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত **“ভালবাসা বৃদ্ধিকরণ মজলিশ”**। **“মাদানী ইনআম নম্বর ৫৫”**কে সাংগঠনিক ভাবে আমলী পদ্ধতিতে অনুসরণ করে পুরোনো ইসলামী ভাইয়েরা যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আসে না, তাদের মাদানী পরিবেশে পুনরায় সক্রিয় করে **“মসজিদ ভরো সংগঠনে”** অন্তর্ভূক্ত করা, তাদের থেকে অগ্রীম সময় নিয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে দোকান, ঘর বা অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করা, তাদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করানোর মানসিকতা দেয়া, সম্মিলিত ইতিকাফে এবং মাদানী

কোর্স সমূহ (আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স ইত্যাদি) করার জন্য উৎসাহ দেয়া, মাদানী কাফেলায় সফর করানো, তাদের ঘরে মাদানী হালকার ব্যবস্থা করা, তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করানো, তাদের আনন্দ, রোগ ও শোক ইত্যাদি সময়ে অংশগ্রহণ করা এবং বিপদাপদে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার ব্যবস্থা করানো ইত্যাদি এই মজলিশের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। **আল্লাহ তায়ালা "ভালবাসা বৃদ্ধিকরন মজলিশ"**কে উত্তোরোত্তর উন্নতি দান করুক। اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই দুনিয়ায়
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যায়। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

লড়াই ঝগড়া থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা লড়াই ঝগড়ার ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, **আল্লাহ তায়ালা** যেনো তা শুনে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয় এবং তাওবা করার মানসিকতা তৈরী করে দেয়, কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এমন কোন কাজ কি আছে, যা অবলম্বন করার বরকতে আমরা লড়াই ঝগড়া থেকে মুক্তি পেতে পারবো? তবে আসুন! লড়াই ঝগড়া করা থেকে পিছু ছাড়ানোর জন্য সাতটি (৭) পদ্ধতি উপস্থাপন করছি, শুনুন এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করুন:

(১) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡه বলেন: ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করে ডান পা দরজায় প্রবেশ করা উচিৎ, অতঃপর পরিবারের সদস্যদের সালাম করে ঘরের ভেতর আসুন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلَیۡکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحۡمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُه বলুন। কিছু কিছু বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এবং সূরা ইখলাস শরীফ পাঠ করতেন, কেননা এতে ঘরে একতাও থাকে (অর্থাৎ ঝগড়া হয়না) এবং রোজগারেও বরকত হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৯) (২) লড়াই ঝগড়া থেকে মুক্তি পেতে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কান্নাকাটি করুন এবং হাত বাড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে লড়াই ঝগড়া থেকে মুক্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করুন। (৩) লড়াই ঝগড়া

থেকে বাঁচার ফযীলত এবং লড়াই ঝগড়ার ক্ষতি সম্বলিত হাদীসে পাক, ঘটনাবলী এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীসমূহ বারবার পাঠ করুন। (৪) নিজের মাঝে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি করুন। (৫) ঝগড়াটে বন্ধুর সহচর্য থেকে বাঁচুন। (৬) নিজের রাগকে সংবরণ করুন। (৭) **"জুলুমের পরিনতি" "ইহতিরামে মুসলিম" "রাগের চিকিৎসা"** রিসালা এবং **"তাকলিফ না দি'জিয়ে"** কিতাবটি অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ লড়াই ঝগড়া থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের মাদানী প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে, নসীহতের মাদানী ফুল প্রদান করে বলেন:

তু নরমী কো আপনানা ঝগড়ে মিটানা, রাহে গা সদা খোশনুমা মাদানী মাহোল।
তু গোচ্ছে ঝডকনে সে বাঁচনা ওয়া গরনা, ইয়ে বদনাম হোগা তেরা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আজকের বয়ানে শুনলাম যে,

☆ লড়াই ঝগড়া করা ও করানো শয়তান অনেক পছন্দ করে।
☆ লড়াই ঝগড়া দেশ ও জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর।
☆ লড়াই ঝগড়া ঘর ও গোটা পরিবারকে ধ্বংসের কারণ।
☆ লড়াই ঝগড়া **আল্লাহ তায়ালা**কে অসন্তুষ্ট করে।
☆ লড়াই ঝগড়া করা পথভ্রষ্টতার কারণ।
☆ লড়াই ঝগড়া ফিতনার দরজা খুলে দেয়।
☆ লড়াই ঝগড়া দ্বীন ও দুনিয়ার ধ্বংসের কারণ।
☆ লড়াই ঝগড়া নেয়ামত রাজি থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানদেরকে লড়াই ঝগড়া থেকে বাঁচতে এবং পরস্পরের সাথে প্রেম ভালবাসার সহিত থাকার তৌফিক নসীব করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সমজোতা করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ❁ মুসলমানদের মাঝে সমজোতা করা **আল্লাহ তায়ালার** সুন্নাত। (ফয়সালা করনে কা মাদানী ফুল, ৩১ পৃষ্ঠা) ❁ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: সৃষ্টির মাঝে সমজোতা করো, কেননা **আল্লাহ তায়ালাও** কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে সমজোতা করাবেন। (মুসতাদরিক, ৫/৭৯৫, হাদীস নং-৮৭৫৮) ❁ মুসলমানদের মাঝে প্রেম ভালবাসা সৃষ্টি করা এবং সমজোতা করা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও সুন্নাত। (সীরাতু জিনান, ২/১৯) ❁ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আউস ও খাযরাজ এই দু'টি গোত্রের মাঝে সমজোতা করিয়েছেন। (দুররে মনছুর, আলে ইমরান, ১০০ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/২৭৯) ❁ মিথ্যা বলে দু'জন পুরুষ বা পুরুষ ও নারীর মাঝে সমজোতা করানো জায়িয। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৭১৩) ❁ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: মিথ্যা ঠিক নয় কিন্তু তিনটি স্থান ছাড়া: (১) পুরুষের তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য (মিথ্যা) বলা, (২) লড়াইয়ে মিথ্যা বলা এবং (৩) মানুষের মাঝে সমজোতা করানোর জন্য মিথ্যা বলা। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-১৯৪৫, ৩/৩৭৭) ❁ তিন অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয অর্থাৎ এতে গুনাহ হবে না। (১) যখন অত্যাচারী অত্যাচার করতে চায়, তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য জায়িয। (২) দু'জন মুসলমানের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে এবং তাদের সমজোতা করতে চায়, যেমন; একজনকে এরূপ বললো যে, সে তোমাকে ভাল মনে করে, তোমার প্রশংসা করে বা সে তোমাকে সালাম বলে পাঠিয়েছে এবং অপরকেও এধরনের কথা বলে দেয়, যেনো উভয়ের মাঝে শত্রুতা কমে যায় এবং সমজোতা হয়ে যায়। (৩) (স্বামী তার) স্ত্রীকে খুশি করতে কোন

অপ্রাকৃত (যা সংগঠিত হয়নি) কথা বলে দেয়। (বাহারে শরীয়ত, ১৬/৫১৭) ❁ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সমজোতা করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব দান করে এবং তার পূর্বের (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, নম্বর-৩, ৯/৩২১) ❁ সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো মতবিরোধ হওয়া মানুষের মাঝে সমজোতা করিয়ে দেয়া। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, ৩/৩২১, হাদীস নং-৬) ❁ উত্তম চরিত্র এবং উত্তম আমলের মধ্যে মানুষের মাঝে সমজোতা করানোও রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/১২৬৬) ❁ **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের মাঝে সমঝোতা করানো জায়িয, কিন্তু ঐ সমঝোতা (জায়িয নয়) যা হারামকে হালাল করে দেয় বা হালালকে হারাম করে দেয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু ফিস সুলুহ, ৩/৪২৫, হাদীস নং-৩৫৯৪) যেমন; স্বামী স্ত্রীর মাঝে এভাবে সমঝোতা করানো যে, স্বামী ঐ মহিলার সতীনের (তার অপর স্ত্রীর) নিকট যাবে না বা মুসলমান ঋণ গ্রহীতা এই পরিমান মদ ও সুদ তার অমুসলিম ঋণদাতাকে দিবে। প্রথম অবস্থায় হালালকে হারাম করা হলো, দ্বিতীয় অবস্থায় হারামকে হালাল করা হলো, এরূপ সমঝোতা করানো হারাম, যা ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৩০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

"কাফেলে" কো জু হার ওয়াক্ত তৈয়ার হে,
মারহাবা ইস সে আত্তার কো পেয়ার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৭ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)